আমরা চলি আলোতে

প্রথম যোহন ১ অধ্যায় ৫-৭ পদ

এর আগে আমরা যোহনের এই 'পত্র' বা 'প্রচার পুস্তিকা' বা 'পালকীয় বক্তৃতার' ভূমিকা দেখেছি। প্রথম ৪ পদে যোহন স্পষ্ঠ করে তার পাঠকদের কাছে এই 'বাক্য' যা প্রথম থেকে তারা শুনেছে, এবং নিজের চোখ দিয়ে দেখেছে ও নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে, অর্থাৎ যীশু খ্রীস্টের অনন্ত জীবনের সংবাদ তার পাঠকদের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে: (১) যেন পাঠকদের সঙ্গে যোহন ও তার সহকর্মীদের প্রকৃত সহভাগিতা সাধিত হয়, এবং (২) যেন যোহন ও তার সহকর্মীদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। এই একবিংশ শতাব্দীর পাঠক আমাদের কাছে যোহন তার এই লেখনীর দ্বারা প্রথম থেকেই দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। প্রথমটি হল: খ্রীস্ট বিশ্বাসের প্রাথমিক বিশ্বাসসমূহে একই আস্থা *(common faith)* ব্যতীত কখনও প্রকৃত খ্রীস্টিয় সহভাগিতা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়টি হল: একমাত্র যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমেই আমরা পিতা ঈশ্বরকে জানতে পারি, তিনিই পিতার কাছে পৌঁছাবার একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন; আকাশের নিচে, মানুষদের মাঝে যীশু ছাড়া আর অন্য কোনও নাম নেই, যে নামে আমরা পরিত্রাণ পাব।

এইভাবে এই লেখনী শুরু করার কারণ আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। মণ্ডলীর মধ্যে গজিয়ে ওঠা ভ্রান্ত শিক্ষকরা মণ্ডলী ত্যাগ করে পৃথক প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা গঠন করেছিল (২:১৯); কিন্তু মূল মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে, তারা তাদের ভ্রান্ত শিক্ষার দ্বারা (সন্দেহ বা প্রশ্নের দ্বারা) মণ্ডলীর সাধারণ বিশ্বাসীদের বিচলিত করে চলেছিল। এমন পরিস্থিতিতে মণ্ডলীর বৃদ্ধ পালক হাতে কলম তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং তাদের ভ্রান্ত শিক্ষাকে খণ্ডন করে, যীশুকে খ্রীস্ট ও ঈশ্বরের পুত্র (২:২২; ৫:১, ৫) বলে অস্বীকারকারী এই সমস্ত ভ্রান্ত-শিক্ষকদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে যোহন তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিচ্ছে। কারণ, যীশু ছাড়া পরিত্রাণ অসম্ভব এবং খ্রীস্টবিশ্বাসের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে যীশুতে বিশ্বাস ছাড়া কখনও প্রকৃত খ্রীস্টিয় সহভাগিতা সম্ভব নয়।

কিন্তু কেবল খ্রীস্টিয় প্রাথমিক মতবাদে মতপার্থক্য নয়, ভ্রান্ত শিক্ষকদের নৈতিক জীবনেও ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত আচরণের কথা যোহন তার পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছে। যারা খ্রীস্টকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে জানার কথা বলছে, তারা সত্যিই কি ঈশ্বরকে জানে? এই কথা পাঠকদের বোঝাতে গিয়ে, খ্রীস্টবিশ্বাসের ভিত্তিমূলক বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে যোহন তার বক্তব্য শুরু করেছে। তাই, ঈশ্বরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যের কথা যোহন প্রথমে উল্লেখ করেছে: ***"ঈশ্বর জ্যোতি"*** (৫ পদ)। একথা বলতে গিয়ে, যোহন তার পাঠকদের কাছে প্রথমেই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে যে, এই শিক্ষা সে স্বয়ং সেই 'বার্তা' তথা যীশু খ্রীস্টের কাছ থেকে শুনেছে। সুসমাচারে, বিশেষত, মথি ৬:২২-২৩ বা লূক ১১:৩৪-৩৬ পদে যীশু স্বয়ং ঈশ্বরের এই বৈশিষ্ট্যের বিষয় পরোক্ষ উক্তি করেছেন। কিন্তু যীশুর আগমণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যোহন তার সুসমাচারে এমন কথা বলেছে, ***"তাঁর মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মানুষদের জ্যোতি ছিল। আর সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দিচ্ছে . . . যোহন বাপ্তাইজক সেই জ্যোতি ছিলেন না, কিন্তু আসলেন, যেন সেই জ্যোতির বিষয় সাক্ষ্য দেন। প্রকৃত জ্যোতি ছিলেন, যিনি সকল মানুষকে দীপ্তি দেন, তিনি জগতে আসছিলেন"*** (যোহন ১:৪-৯; ৩:১৯:২১)। কেবল তাই নয়, যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে যীশু নিজেকে ***"জগতের জ্যোতি"*** বলেও সাক্ষ্য দিয়েছেন (যোহন ৮:১২; ৯:৫; ১২:৩৫-৩৬, ৪৬)। আবার মথির সুসমাচার থেকে আমরা জানি যে, তিনি তাঁর শিষ্যদেরও ***"জগতের আলো"*** আখ্যা দিয়েছেন (মথি ৪:১৪-১৬)। এর থেকে পরিষ্কার যে, ঈশ্বর আপন বৈশিষ্ট্যে 'জ্যোতি' এবং সেই ঈশ্বরকে মানুষের কাছে প্রকাশ করতে যীশু সেই স্বর্গীয় আলোর দেহায়িত *(incarnation)* হয়েছেন।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রতীক হিসাবে 'অগ্নি' এবং 'জ্যোতিকে' আমরা দেখতে পাই। গীত ১০৪:২ পদে, ঈশ্বরের ***"বস্ত্রের ন্যায় দীপ্তি পরিধান"*** করার কথা বলা হয়েছে। গীত ২৭:১; ৩৬:৯; যিশাইয় ৪৯:৬ পদে জ্যোতি হিসাবে ঈশ্বরকে ***প্রকাশ ও পরিত্রাণ*** হিসাবে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

বর্ণনা করা হয়েছে। আবার, বুদ্ধিমত্তার দিক *(intellectual)* থেকে ঈশ্বরের এই প্রতীক তাঁর ***"সত্যকে"*** এবং নৈতিক দিক থেকে তাঁর ***"ধার্মিকতা/পবিত্রকাকে"*** নির্দেশ করে (উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ১১৯:১৩০; যিশাইয় ৫:২০; মীখা ৭:৮-১০)।

এইভাবে, ঈশ্বরের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে যোহন তার পাঠকদের কাছে যে কথা বলতে চাইছেন, তা হল, ঈশ্বর এবং অন্ধকারের সহাবস্থান অসম্ভব। তাই, ৫ পদের শেষাংশে যোহন পরিষ্কারভাবে বলেছে, ***"ঈশ্বরের মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই।"*** এই কারণে, আলো (সত্য ও ধার্মিকতা) হিসাবে ঈশ্বর সর্বদা অন্ধকারকে (মিথ্যা ও মন্দতা) প্রকাশ করে থাকেন (যোহন ১:১-২; ৪)। তাই, অন্ধকারে পথ চলা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা পরস্পর বিরোধী। তাই, যোহন বলতে চয়েছেন যে, যারা নিজেদের সেই ঈশ্বরের অনুসরণকারী হিসাবে সাক্ষ্য দেয়, তাদের উচিৎ অন্ধকার ত্যাগ করে জ্যোতিতে চলা।

৫ পদে ঈশ্বরকে জ্যোতি হিসাবে বর্ণনা করার পর, পরবর্তী পদগুলিতে যোহন এই বিবৃতির ব্যবহারিক ও নৈতিক তাৎপর্য উল্লেখ করেছে। বিশ্বাসী যারা সেই ঈশ্বরকে জানে, যাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল জ্যোতি (সত্য ও ধার্মিকতা), তাদের ব্যবহারিক ও নৈতিক জীবন ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমান্তরাল হওয়া উচিৎ। যার ফলস্বরূপ সত্যকে স্বীকার করে বিশ্বাসী আমাদের প্রয়োজন আমাদের পাপপূর্ণ প্রকৃতিকে স্বীকার করা। কিন্তু যোহন যে সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকদের কথা এই পত্রে উল্লেখ করেছে, তারা সত্যের বিপরীতে কয়েকটি দাবি করেছে, কিন্তু যোহন তাদের প্রত্যেকটিকে খণ্ডন করেছে। তারা দাবী করেছে: ***(১) ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সহভাগিতা আছে*** (৬ পদ); ***(২) তাদের কোনও পাপ নেই*** (৮ পদ); ***(৩) তারা কোনও পাপ করেনি*** (১০ পদ)। এইভাবে, এই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকরা তাদের জীবনে পাপের পরিণামকে অস্বীকার করেছে; কারণ তারা সেই সত্যকে বর্জন করেছে যে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক থাকতে হলে, ঈশ্বরের সততা ও মানুষের সততার সহাবস্থান প্রয়োজন। এই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকরা বলতে চেয়েছে যে, তাদের জীবনে পাপ তেমন কোনও বিশেষ বিষয় নয়, কারণ ধার্মিকতা ও সঠিক আচরণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই, যোহন এ বিষয়ে খুবই সতর্ক যে, এমন ভ্রান্তশিক্ষা যেন তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রভাবিত না করতে পারে। এই কারণে যোহন নিজেকে তার পাঠকদের সঙ্গে ঘনিষ্ট করে, নিজেকে তাদের একজন বলে তুলে ধরেছে, ***"আমরা যদি বলি"*** (৬ পদ, ৮ পদ, ১০ পদ)। ভ্রান্তশিক্ষকদের এই ৩টি দাবী প্রকৃতপক্ষে একটা বিষয়ই বলে: **পাপ আমার কিছুই করতে পারে না**। ভ্রান্তশিক্ষকদের এই মিথ্যা দাবীর পাশাপাশি যোহন প্রকৃত সত্যকেও পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছে। এরদ্বারা, মিথ্যা শিক্ষা ও সত্য শিক্ষার মধ্যে সুন্দর তুলনা করা হয়েছে:

৬। আমরা যদি বলি যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে, আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি না।	*৭। কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমন জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহ-ভাগিতা আছে, এবং তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।*
৮। আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নেই, তবে নিজেরা নিজেদের ভুলাই, এবং সত্য আমাদের হৃদয়ে নেই।	*৯। যদি আমরা নিজেদের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সমস্ত মোচন করবেন, এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি করবেন।*
১০। আমরা যদি বলি যে, আমরা পাপ করিনি, তবে তাঁকেমিথ্যবাদী করি, এবং তাঁর বাক্য আমাদের অন্তরে নেই।	*২:১। আর যদি কেউ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীস্ট।*

প্রথমে যে ভ্রান্তির কথা যোহন আমাদের বলেছে, তা হল, '**পাপ তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়**" এমন বিশ্বাস। তাই, 'অধার্মিক জীবন-যাপন' করেও 'ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা' বজায় রাখা সম্ভব বলে তারা শিক্ষা দেয়। ঈশ্বরের সঙ্গে তারা সহভাগিতার দাবী করলেও, তাদের ব্যবহারিক জীবন সেই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কারণ খ্রীস্টিয় আচরণকে কখনও খ্রীস্টিয় অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়, ধর্ম থেকে নৈতকতাকে কখনও পৃথক করা সম্ভব নয়। খ্রীস্টিয় বিশ্বাস ও আচরণ এক সূতোয় গাঁথা, তাদের পৃথকীকরণ সম্ভব নয়।

কিন্তু এই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষক ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার কথা দাবী করলেও, তারা অন্ধকারে (মিথা ও মন্দতায়) চলছিল। এখানে অন্ধকারে 'চলা,' এই ক্রিয়া পদের জন্য যে গ্রীক শব্দের বর্তমান কালের ব্যবহার করা

হয়েছে (περιπατῶμεν), তা এই কাজের ক্রমশ ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, এর দ্বারা ***"অভ্যাসগতভাবে অন্ধকারে চলার"*** কথা বলা হয়েছে; যার দ্বারা সেই মনোভাবকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা ঈশ্বরের (আলোর) পরিবর্তে পাপকে (অন্ধকারকে) ইচ্ছা করে পছন্দ করে ও তাতে জীবন-যাপন করে (যিশাইয় ৯:২; রোমীয় ২:১৯; যোহন ৩:২০)। কিন্তু যেহেতু আলো এবং অন্ধকার এক জায়গায় থাকতে পারে না; ঠিক তেমনই ঈশ্বর ও পাপ কখনও এক জায়গায় থাকতে পারে না। তাই, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা দাবী করেও পাপে জীবন-যাপন করে তারা, (১) মিথ্যা কথা বলে এবং (২) সত্য আচরণ করে না।

এখন, এক অর্থে, এই পৃথিবীর মাটিতে সমস্ত বিশ্বাসীই অন্ধকারে জীবন-যাপন করে। কারণ, এই পৃথিবী হল অন্ধকারের কাজ তথা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণের স্থান (২:১৫-১৬)। কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে একজন বিশ্বাসীর জীবন হল অন্ধকার মঞ্চে উপর থেকে স্পটলাইটের বৃত্তের মধ্যে পথ চলা। তাই, সে সেই আলোকবৃত্তের মধ্যে ধীর গতিতে নির্ভয়ে অগ্রস্বর হয়। এইভাবে, স্বর্গীয় প্রকাশের সেই স্পটলাইটের বৃত্তের মধ্যে পথ চলা 'আলোতে থাকার' নামান্তর, যার অর্থ পাপ থেকে দূরবর্তিতা। কিন্তু অন্ধকারে পথ চলার অর্থ, সেই স্বর্গীয় প্রকাশ তথা পরিচালনাকে অস্বীকার করা বা পাপে পথ চলা। তাই, যারা অন্ধকারে (পাপে) পথ চলেও, ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার দাবি করেছে, তারা নিজেরা নিজেদেরই ঠকাচ্ছে। এই কারণে যারা সভাবসিদ্ধভাবে পাপে জীবন-যাপন করে, 'পাপকে কোনও ব্যাপার না' বলে জাহির করে, তারা কখনও ঈশ্বরের লোক নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের কোনও সহভাগিতা থাকতে পারে না। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং 'জ্যোতি' (সত্য, ধার্মিকতা ও পবিত্রতা)।

৭ পদে যোহন অন্ধকারে জীবন-যাপনকে আলোয় জীবন-যাপন করার সঙ্গে তুলনা করেছে। অন্ধকারের জীবন যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতাকে অসম্ভব করে; আলোর জীবন তেমনই ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতাকে সম্ভব করে, যেহেতু ঈশ্বর স্বয়ং আলো (৫ পদ)। যোহন ১২:৩৫ পদে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, ***"আর অল্পকাল মাত্র জ্যোতি তোমাদের মধ্যে আছে। যাবৎ তোমাদের কাছে জ্যোতি আছে, যাতায়াত কর।"*** যীশুর সেই আদেশ স্মরণ করে যোহন এখানে তার বিশ্বাসীদের বলছে, আমরাও যদি তাঁর ন্যায় সেই জ্যোতিতে চলি, তাহলে সত্যিই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা বর্তমান। এখানেও জ্যোতিতে চলার জন্য (অন্ধকারে চলার ন্যায়) একই গ্রীক ক্রিয়াপদ (περιπατῶμεν) ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বিশ্বাসীদের ক্রমশ ধারাবাহিক মনোভাবকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা ঈশ্বরের প্রকাশের অনুগামী।

এইভাবে, আমরা যখন ঈশ্বরের প্রকাশকে অনুসরণ করে আলোতে পথ চলি, তখন কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যেও পরস্পর প্রকৃত সহভাগিতা পরিলক্ষিত হয়, ***"তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে।"*** ভ্রান্তশিক্ষকরা একদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সহভাগিতার কথা দাবি করে, কিন্তু অন্যদিকে, তারা অন্য বিশ্বাসীদের কাছে থেকে নিজেদের পৃথক করে (২:১৯)। তাই, যোহন এখানে সেই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষকদের পরিষ্কারভাবে তিরষ্কার করে বলছে যে, অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে সহভাগিতাকে জালাঞ্জলি দিয়ে তারা কখনও ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা ভোগ করতে পারে না। যারা অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে ছিন্ন করে, তারা কখনও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের অধিকারী হতে পারে না। কিন্তু তারা যদি ঈশ্বরের আলোতে পথ চলতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে তারা অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে সহভাগিতা তথা স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা ভোগ করতে পারবে।

কিন্তু যখন কোনও বিশ্বাসী এইভাবে সত্যকে স্বীকার করে আলোতে পথ চলা শুরু করে, তখন সে ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং নিজের পাপময়তা উপলব্ধি করে। তার জীবনের সেই সমস্ত পাপ, যা তাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তা তার কাছে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়। তখন সে কী করবে? এখন সে যদি তার সেই সমস্ত পাপ ঢাকা দিতে চায় বা সেই সমস্ত পাপ থেকে নিজেকে পৃথক না করতে চায় (যোহন ৩:২০), তাহলে সে তখন সেই আলোক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্ধকারে আশ্রয় নেবে। কিন্তু সে যদি তার সেই সমস্ত পাপ না ঢেকে আলোর কাছে নিয়ে আসতে চায়, বা সেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে সে আলোক বৃত্তকে ত্যাগ করার পরিবর্তে সে তার সেই সমস্ত পাপ নিয়ে আলোর কাছে এসে স্বীকার করবে এবং তার দ্বারা সে

উপলব্ধি করবে যে, তার সমস্ত কলঙ্ক অদৃশ্য হয়ে গেছে, কারণ *"ঈশ্বরের পুত্র যীশুর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।"* এখানে 'যীশুর রক্ত' 'যীশুর মৃত্যুরই' প্রতীক।

পুরাতন নিয়মে রক্তের মধ্যে শরীরের প্রাণ থাকার কথা বলা হয়েছে, *"রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে আমি তা বেদির উপরে তোমাদের দিয়েছি; কারণ প্রাণের গুণে রক্তই প্রায়শ্চিত্ত-সাধক"* (লেবীয় ১৭:১১)। পুরাতন নিয়মে 'রক্ত' ছিল নৈবেদ্য বলির মৃত্যুর পরিণাম; এবং যে ব্যক্তি সেই বলি উৎসর্গ করত, তার প্রতি সেই বলির শুভফল বর্তাত (লেবীয় ১৬:১৫-১৯)। কিন্তু যীশুর মৃত্যুর ফল হিসাবে বিশ্বাসী আমরা আমাদের পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয়েছি, কারণ তিনি নিখুঁত বাধ্যতায় আমাদের পাপের পরিবর্তে সত্য ও চিরকালের জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছেন (ইব্রীয় ৯:১২-১৪; ১০:১৯-২২)। তাই ঈশ্বর আমাদের পাপ দূর করেছেন এবং আমাদের সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন। ফলস্বরূপ, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যদিও আলোতে পথ চলি, তথাপি আমরা আমাদের বিভিন্ন পাপ সম্বন্ধে অবগত আছি; কিন্তু তা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতাকে কোনওভাবে বাধাদান করে না; কারণ স্বয়ং ঈশ্বর সেই পাপকে ক্ষমা করেন এবং আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেন। ভ্রান্তশিক্ষকদের কথা মনে রেখে যোহন স্পষ্ঠ ভাষায় যীশুকে 'তাঁহার পুত্র,' তথা 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে বর্ণনা করেছে। এ বিষয়ে যেন কারও কোনও দ্বিমত না থাকে!

আসুন, আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, আমরা কি আলোতে আছি? ঈশ্বর তাঁর **বাক্য ও আত্মার** দ্বারা আমাদের চলার পথে যে আলোক বৃত্তকে উপহার দিয়েছেন, আমরা কি সেই বৃত্তের মধ্যে পথ চলছি, না-কি সেই বৃত্তের বাইরে অন্ধকারে পথ চলছি? সেই আলোক বৃত্তে থাকার ফলস্বরূপ, আমাদের জীবনের বিভিন্ন পাপ যখন আমাদের চোখে ধরা পড়ে, তখন কি আমরা তা ঢাকবার চেষ্টা করি, না-কি তাঁর কাছে আলোতে স্বীকার করে সেই পাপ থেকে মুক্ত হই?

বাংলা ভাষায়
সর্বপ্রথম
স্টাফ নোটেশনসহ
খ্রীস্টীয় গানবই

অনুগ্রহ গানবই

(Grace Hymnal)
৮৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ে আছে
১৪৫টি ইংরাজি সুরের গান
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
২৬৮টি বাংলা সুরের গান ও
১০৬টি সুসমাচার সঙ্গীত
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
মূল্য:-
প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
১০ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা